The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের আলোকে পরিবেশ সংরক্ষণ: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

Sangita Sing Patar
Former Student, Dept. of Philosophy, Sidhu Kanhu Birsha University, West Bengal, India

DOI: *https://doi.org/10.70798/tgjct/010400042*

Abstract

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একটি দার্শনিক দিশা উপস্থাপন করা হয়েছে। আধুনিক জগতে পরিবেশ সংকট মানবজাতির কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের ধ্বংস এবং পরিবেশ দূষণ আজ মানুষের নিজস্ব অস্তিত্বের উপর এক গভীর প্রশ্নচিহ্ন সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থায় মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক সম্পর্কে নতুনভাবে জানার,চিন্তা করার এবং তা প্রচারকরার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। পরিবেশসংরক্ষণ কোনো একক ব্যক্তি বা কিছু মানুষের দায়িত্ব নয়; বরং এটি সমগ্র মানবজাতির একটি সার্বজনীন দায়িত্ব। তাই এই বিষয়টি বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও নৈতিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক প্রশ্ন হিসেবে উঠে এসেছে। ভারতীয় দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হলো অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন। এই দর্শনের মূল বক্তব্য হলো—ব্রহ্ম ও জীবাত্মা অদ্বৈত, অর্থাৎ অভিন্ন; এবং সমগ্র বিশ্বজগত সেই ব্রহ্মেরই প্রকাশ। এই গবেষণাপত্রে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের আলোকে মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে,যা পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ও নৈতিক ভিত্তি প্রদান করতে সহায়তা করে।

Keywords: *অদ্বৈত বেদান্ত, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ নৈতিকতা, মানুষ-প্রকৃতি সম্পর্ক, গভীর পরিবেশবাদ, অদ্বৈতবাদ*

ভূমিকা

আধুনিক মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির মাধ্যমে পরিবেশকে বিভিন্নভাবে উন্নত ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের নানা কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে এবং তা ক্রমশ মানবজাতির অস্তিত্বকেই সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। বিশেষ করে বন উজাড়, বায়ু ও জল দূষণ এবংপ্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার আজকের পৃথিবীতে গুরুতর পরিবেশ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ইতিহাসের প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবজায় রেখে জীবনযাপন করেছে। আদিম মানুষ যখন হঠাৎ মৃত্যু, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, খরা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ বুঝতে পারত না, তখন তার মনে ভয় ও বিস্ময়ের সৃষ্টি হতো। এই ভয় ও অনিশ্চয়তা থেকেই মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবত্বের রূপে কল্পনা করে পূজা করতে শুরু করে। ফলে সূর্য, বজ্র, বৃক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানের পূজা প্রচলিত হয় এবং প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার একটি মানসিকতা গড়ে ওঠে। বর্তমান পরিবেশ সংকট কেবল বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিগত সমস্যা নয়; এটি একটি নৈতিক ও দার্শনিক সমস্যাও বটে। অনেক দার্শনিক ও পরিবেশবিদ মনেকরেন যে পরিবেশ সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষের চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধের মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় দর্শন মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক সম্পর্কে গভীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। ভারতীয় দর্শনের ছয়টি আস্তিক দর্শনের মধ্যে বেদান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ দর্শন। এই ধারার অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতা হলেন আদি শঙ্করাচার্য, যিনি উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং ভগবদ্গীতার ভাষ্যের মাধ্যমে অদ্বৈত বেদান্ত মত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে ব্রহ্ম ও জীবাত্মা মূলত এক এবং সমগ্র জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশ। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; বরং তাদের মধ্যে একটি মৌলিক ঐক্য বিদ্যমান। অতএব, অদ্বৈত বেদান্তের এই ঐক্যবোধের আলোকে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে নতুনভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব, যা পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করতে পারে।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

সাহিত্য পর্যালোচনা

বর্তমান যুগে পরিবেশ সংরক্ষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। আধুনিক সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার পরিবেশের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বায়ু দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে; কৃষিক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারে মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। পাশাপাশি জল দূষণ এবং বনাঞ্চল উজাড় করে শিল্পনগর গড়ে তোলার ফলে পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য ক্রমশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংকটকেআরও তীব্র করে তুলেছে। অনাদিকে, বৃক্ষ কার্বনডাই-অক্সাইড শোষণকরে বায়ুকে বিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।কিন্তু ব্যাপক বন উজাড়ের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এই কারণে অনেক দার্শনিক ও পরিবেশবিদ মনে করেন যে পরিবেশ সমস্যার সমাধানের জন্য কেবল প্রযুক্তিগত উন্নতি যথেষ্ট নয়; বরং মানুষের চিন্তা, মূল্যবোধ এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন (ডেসজার্ডিন্স, ২০১৩)। ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে গভীর আলোচনা পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শনের ছয়টি আস্তিক দর্শনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দর্শন হল অদ্বৈত বেদান্ত। এই দর্শনের প্রধান প্রবক্তা আদি শঙ্করাচার্য অদ্বৈত বেদান্তের মূল ভিত্তি রয়েছে উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং ভাগবত গীতারভাষ্যে। এই দর্শনে ব্রহ্ম এবং আত্মার মৌলিক ঐক্যেরকথা বলা হয়েছে, যেখানে সমগ্র জগৎকে ব্রহ্মেরই প্রকাশ হিসেবে দেখা হয়া (রাধাকৃষ্ণন, ১৯৫৩)। উপনিষদে এই ঐক্যের ধারণা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদ-এবলা হয়েছে-

"তত্ত্বমসি" (৬.৮.৭), যা ব্যক্তিগত আত্মা এবং পরম সত্যের ঐক্যের ধারণা প্রকাশ করে। একইভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদ--এ বলা হয়েছে- "অহং ব্রহ্মাস্মি" (১.৪.১০) যার মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মাকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একইভাবে ভগবদ্গীতাতেও প্রকৃতি ও জীবনের পারস্পরিক নির্ভরতার ধারণা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, গীতায় বলা হয়েছে- "অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ" (৩.১৪) যা প্রকৃতির চক্র এবং জীবজগতের পারস্পরিক নির্ভরতার ধারণা প্রকাশ করে।

আধুনিক পরিবেশ দর্শনেও মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা দেখা যায়য়। এই প্রসঙ্গে আর্নে নেস প্রবর্তিত "গভীর বাস্তবিদ্যা" ধারণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (নেস, ১৯৭৩)। গভীর বাস্তবিদ্যা মতে প্রকৃতির নিজস্ব বা অন্তর্নিহিত মূল্য (অন্তর্নিহিত মূল্য) রয়েছে এবং প্রকৃতিকে কেবল মানুষের প্রয়োজন মেটানোর উপকরণ হিসেবে দেখা উচিত নয়। এই ধারণা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে গভীর ঐক্যের কথা বলে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় যে গভীর বাস্তবিদ্যা এবং অদ্বৈত বেদান্ত উভয়ই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে মৌলিক ঐক্যের ধারণাকে গুরুত্ব দেয়। তাই অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করতে পারে।

গবেষণার ফাঁকসমূহ

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক আলোচনা রয়েছে। বিশেষ করে আর্নে নেস-এর গভীর বাস্তবিদ্যা ধারণায় প্রকৃতির নিজস্ব মূল্য এবং মানুষ ও প্রকৃতির গভীর সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। একইভাবে ভারতীয় দর্শনের মধ্যে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনেও সমগ্র জগৎকে ব্রহ্মের প্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ব্রহ্ম ও আত্মার অদ্বৈত বা মৌলিক ঐক্যের কথা বলা হয়েছে। তবে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রসঙ্গে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের এই ধারণাগুলিকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা তুলনামূলকভাবে খুব বেশি দেখা যায় না। তাই এই গবেষণায় অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের আলোকে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে নতুনভাবে বোঝার একটি প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার সমস্যা / প্রশ্ন

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশের সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিভিন্ন স্থানে এই সমস্যার রূপ ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখা যাচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা সম্ভব নয়, যদি না মানুষের নৈতিক বোধ এবং পরিবেশের প্রতি দায়িত্ববোধ

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বৃদ্ধি পায়। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, সেই সম্পর্ককে সঠিকভাবে বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে— অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে সকল কিছু অদ্বৈত বলা হয়েছে, যার অর্থ দ্বিতীয় কোনও কিছু নেই; অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনের মূল বক্তব্য হল জীব আসলে সেই ব্রহ্মেরই অংশ বা রূপ, আর এই জগৎ ও পরম ব্রহ্মেরই প্রকাশ। তাহলে এই অদ্বৈত তত্ত্বকি মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারে? এবং এটি কি পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একটি দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করতে সক্ষম?

গবেষণার তাৎপর্য

বর্তমান পরিবেশ সংকটের পেছনে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ দায়ী। তাই পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্বও মানুষেরই। আমাদের নিজেদের পরিবেশের প্রতি সচেতন হতে হবে এবং দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। দর্শন মূলত জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা প্রদান করে, আর এই জগতের মধ্যেই মানুষ ও পরিবেশ বিদ্যমান। ভারতীয় দর্শনে, বিশেষ করে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে মানুষ ও প্রকৃতির ঐক্যের কথা বলা হয়েছে। এই ধারণা মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে যে অটুট সম্পর্ক রয়েছে তা বোঝাতে সাহায্য করে এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি নতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারে।

গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণায় মূলত দার্শনিক বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণাটি গুণগত (qualitative) প্রকৃতির। প্রাথমিক উৎস হিসেবে উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং ভাগবত গীতার ধারণাগুলি আলোচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, প্রবন্ধ এবং গবেষণা কাজকে দ্বিতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণায় বিভিন্ন দার্শনিক ধারণাকে তুলনামূলক ভাবে বিশ্লেষণ করে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের আলোকে পরিবেশ সংরক্ষণের একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

ফলাফল

এই গবেষণার মাধ্যমে বোঝা যায় যে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মূল ধারণা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি গভীর ঐক্যের কথা বলে। এই মতে মানুষ এবং প্রকৃতি আলাদা নয়, বরং একই সত্তার অংশ। মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণায় আরও প্রতীয়মান হয় যে বর্তমান পরিবেশ সংকট মূলত মানুষের অসচেতন ও স্বার্থকেন্দ্রিক আচরণের ফল। তাই পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য মানুষের চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অত্যন্ত প্রয়োজন। আধুনিক পরিবেশ ভাবনায় আর্নে নেস-এর গভীর বাস্তবিদ্যা ধারণার সঙ্গেও এইদর্শনের মিল পাওয়া যায়। সেখানে যেমন মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে গভীর সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, তেমনি অদ্বৈত বেদান্তেও সেই ঐক্যের ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে বলা যায়, অদ্বৈত বেদান্তের এই একত্ববাদী ভাবনা পরিবেশসংরক্ষণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি দিতে পারে এবং মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে শেখায়।

আলোচনা

1. অদ্বৈত বেদান্তের ঐক্যের ধারণা অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মূল ভিত্তি হলো অদ্বৈত বা একত্বের ধারণা। এই মতে ব্রহ্ম এবং জীবাত্মা অভিন্ন, এবং সমগ্র জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশ। আমরা সাধারণত জগতে যে ভেদ বা পার্থক্য দেখি, তা আসলে অজ্ঞান বা মায়ার ফল। মানুষের অবিদ্যার কারণে সে নিজেকে ব্রহ্ম থেকে আলাদা মনে করে এবং জগতের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে না। কিন্তু যখন জ্ঞান উদয় হয়, তখন সে উপলব্ধি করতে পারে যে সমগ্র জগৎ এক এবং সবকিছুই পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।
2. অদ্বৈতবাদের পরিবেশগত তাৎপর্য বর্তমান সমাজে মানুষ প্রকৃতিকে শুধুমাত্র নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করছে। এর ফলে বন উজাড়, জীববৈচিত্র্যের ধ্বংস, অতিরিক্ত সম্পদ শোষণ এবং পরিবেশ দূষণ বেড়ে চলেছে। মানু প্রকৃতিকে নিজের থেকে আলাদা মনে করেই এই ধ্বংসাত্মক আচরণ করছে। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে মানুষ ও প্রকৃতি

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

এক ও অবিচ্ছেদ্য। তাই প্রকৃতির ক্ষতি করা মানে নিজেরই ক্ষতি করা। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশ সংরক্ষণকে কেবল একটি প্রয়োজন হিসেবে নয়,বরং একটি নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

3. অদ্বৈত বেদান্ত ও গভীর বাস্তবিদ্যা বর্তমান পরিবেশ দর্শনে গভীর বাস্তবিদ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব, যার প্রবক্তা আর্নেনেস। এই ধারণা অনুযায়ী মানুষ এবং অন্যান্য জীবের মধ্যে কোনো মৌলিক শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের একটি স্পষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। অদ্বৈত বেদান্তও সমগ্র জগৎকে ব্রহ্মের প্রকাশ হিসেবে দেখে এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে মৌলিক ঐক্যের কথা বলে। ফলে উভয় ক্ষেত্রেই জীবজগতের অন্তর্নিহিত মূল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে এই দুই দর্শনের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। গভীর বাস্তবিদ্যা মূলত একটি আধুনিক পরিবেশবাদী ধারণা, যা পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা থেকে গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে অদ্বৈত বেদান্ত একটি আধ্যাত্মিক ও অধিবিদ্যাগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে এই ঐক্যের ধারণা গভীর আত্মিক উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত। তবুও উভয়ের লক্ষ্য এক—মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সহাবস্থানমূলক, নৈতিক এবং সহমর্মিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

4. সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান সময়ে পরিবেশ সংকট ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি মানবজাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে অদ্বৈত বেদান্ত ভোগবাদী জীবনধারার পরিবর্তে সংযম ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনের উপর গুরুত্ব দেয়, যা প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার কমাতে সহায়ক। তবে এটিও স্বীকার করতে হবে যে শুধুমাত্র দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি পরিবেশ সংকট সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে কার্যকর নীতিনির্ধারণ, পরিবেশ শিক্ষা এবং সামাজিক উদ্যোগের সমন্বয় অপরিহার্য।

অতএব বলা যায়, অদ্বৈত বেদান্তের ধারণা বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিক এবং এটি আধুনিক পরিবেশগত উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হলে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপসংহার

ভারতীয় দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো অদ্বৈত বেদান্ত। এই দর্শনে বলা হয়েছে যে সমগ্র জগৎ এক পরম সত্য বা ব্রহ্মের প্রকাশ। এই ধারণা মানুষকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায় যে মানুষ এবং প্রকৃতি আলাদা নয়, বরং তারা একই সত্তার অংশ। ফলে মানুষকে প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীল এবং সহমর্মিতাপূর্ণ আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই গবেষণার মাধ্যমে দেখা যায় যে পরিবেশ সংরক্ষণের আলোচনায় ভারতীয় দর্শনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অদ্বৈত বেদান্তের ধারণা আধুনিক পরিবেশ চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে আরও গভীরভাবে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। ভবিষ্যতে অদ্বৈত বেদান্তের এই ধারণাগুলির বাস্তব প্রয়োগ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিতে এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে আরও গবেষণা করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

সর্বপল্লী, রাধাকৃষ্ণন, (১৯৫৩)। ভারতীয় দর্শন (প্রথম খণ্ড), নয়াদিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

আর্নে, নেস, (১৯৭৩)। "The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary." Inquiry, su (3-8), DC-8001

গুহ , রামচন্দ্র, (২০০০)। পরিবেশবাদ: একটি বিশ্ব ইতিহাস, নিউ ইয়র্ক: লংম্যান।

বাগচী, দীপক কুমার, (২০০৪)। ভারতীয় নীতিবিদ্যা, কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক।

পাল, সন্তোষ কুমার, (২০১২)। ফলিত নীতিশাস্ত্র (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: লেভান্ট বুকস। (পরিবেশ নীতিশাস্ত্র, পৃ. ১৫০-১৬৫)।

ডেসজার্ডিন্স জে, আর. (২০১৩)। পরিবেশ নীতিশাস্ত্র, ওয়াডসওয়ার্থ পাবলিশিং।

All rights reserved. © 2026